بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৯ নভেম্বর ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯ নভেম্বর ২০১২-এর (৯ নবুয়ত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এ আয়াতে অনুবাদ হল, **'এবং প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য রয়েছে, যার প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। অতএব তোমরা পুণ্য কর্মে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্র করে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'** (সূরা আল্ বাকারা: ১৪৯)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এমন একটি নির্দেশ দিয়েছেন যা জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির সকল প্রকার উন্নতির জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ এমন প্রত্যেক অগ্রগতি যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হয় এবং মুসলমান দাবিকারকদের সত্যিকার মুসলমান বানিয়ে দেয়। এ ছাড়া সামগ্রিকভাবে জামাতের উন্নতির জন্যেও এটি আবশ্যক। আর সে নির্দেশটি হল, পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হওয়া যা একজন খাঁটি মু'মিন, একজন প্রকৃত মুসলমান বা প্রকৃত মু'মিনদের জামাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ বাস করে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকের জীবনেরই একটি লক্ষ্য রয়েছে, আর তা অর্জনের জন্য সে চেষ্টা করে। কেউ একটি উদ্দেশ্যের পেছনে ছুটছে তো আরেকজন অন্য কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমন কি যারা পাপাচারে লিপ্ত তাদেরও কোন লক্ষ্য থাকে আর তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে, তা সেটি মন্দ ফলাফল সৃষ্টিকারী হোক বা অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্যই হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ, এক চোরের কথাই ধরুন, সে দিনের প্রায় অধিকাংশ সময় এ পরিকল্পনার পিছনে ব্যয় করে যে, রাতে সে কোথায় এবং কীভাবে চুরি করবে। অথবা একজন ডাকাত, ডাকাতি করার পরিকল্পনা করে। আর এমনও কতক মানুষ আছে যারা পুণ্যকর্ম ও ধর্মের নামে নিপীড়ন-নির্যাতন করাকেই নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং তা পূরণে বিভিন্ন ফন্দি আঁটে। এ জন্য নিষ্পাপ শিশুদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং অর্থ ও সময় নষ্ট করে। সুদীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের মগজধোলাই করে আর তাদের দিয়ে আত্মঘাতী আক্রমন হানে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে নিরীহ মানুষের প্রাণহানী ঘটায়। দুর্ভাগ্যবশত এমন অত্যাচারীদের অধিকাংশই মুসলমান বলে দাবী

করে এবং ধর্মের নামে তারা এসব ফিৎনা-ফাসাদ, নিপীড়ন-নির্যাতন, বর্বরতা ও নিরপরাধ মানুষের রক্তে হোলি খেলছে আর এভাবে তারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা এবং মুসলমানদের দুর্নাম করছে। যাদের জন্য এবং যে ধর্মের অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত লক্ষ্য হল, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 'অর্থাৎ, **'সকল পুণ্যকর্মে প্রতিযোগিতা করাই তোমাদের লক্ষ্য হোক।'** কোন একটি বিচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ম তোমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং সকল প্রকার পুণ্যকর্ম করা এবং সে ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই তোমরা খাঁটি মু'মিন বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا অর্থাৎ, এবং প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য রয়েছে যার প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং নিজের লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে নেয়। وِجْهَةٌ অর্থ কোন দিক, পার্শ্ব বা লক্ষ্য; এর একটি অর্থ রাস্তা বা পদ্ধতিও হয়, আবার কোন লক্ষ্য অর্জন করাও হয়। (লিসানুল আরব)

অতএব, একজন মু'মিনের জন্য শর্ত হল, আল্লাহ্ তা'লা যেদিকে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তারা সেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং সেদিকেই দেখে। শুধু সেদিকে দেখলেই চলবে না বরং যেদিকে দেখছে সেদিকেও বিভিন্ন পথ যায়, সেগুলোর মধ্যে থেকে সেই পথ অবলম্বন করবে, যে পথ অবলম্বনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। আর শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মত এ পথে চলতে থাকলেই হবে না বরং এ পথে চলার একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। আর সেই উদ্দেশ্যটি হল, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। শুধু পুণ্যকর্ম করাই যথেষ্ট নয় বরং এর মান উন্নত করতে হবে। এসব পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে হবে। শুধু অপরের তুলনায় এগিয়ে যাবার চেষ্টা করাই যথেষ্ট নয় বরং যারা দুর্বল এবং পেছনে পড়ে আছে তাদেরকেও সাথে নিয়ে এগুতে হবে। অর্থাৎ সমষ্টিগত উন্নতির প্রতিও সর্বদা একজন মু'মিনের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। অতএব, সে-ই খাঁটি মু'মিন যে নিজে উন্নতি করে এবং জামাতের অন্য সদস্যদের উন্নতির জন্যেও চেষ্টা করে। পুণ্যকর্মের প্রতিযোগিতায় তাদেরকেও নিজের সঙ্গী বানায়। তাদের জন্যও সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে, তারাও যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারে এবং এভাবে জামাতের উন্নতির চাকা যেন দ্রুত গতিতে ঘুরে ও সচল থাকে। আহমদীয়া জামাত, এমন এক জামাত যারা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)}-এর সাথে সম্পর্কের কারণে মহানবী (সা.) কর্তৃক আনীত কল্যাণরাজি বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ কল্যাণের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের বিষয়টিও আছে আর মানবাধিকারও রয়েছে। ইবাদতও এর অন্তর্ভূক্ত, আর সৃষ্টি ও গোটা মানব জাতির সেবাও আছে। কেননা, মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। মানব জাতির সেবা হতে পারে পুণ্যকর্ম বিস্তারের মাধ্যমে আর আশিস বিতরণের ফলে। যেভাবে আমি পূর্বে উদাহরণ দিয়ে বলেছি, কতক মানুষ অপকর্ম করে এবং এ কাজের জন্য শিশুদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। নিষ্পাপ শিশুদের প্রাণ হরণ বা তাদের দিয়ে আত্মঘাতি হামলা করানোর মাধ্যমে সেবা প্রদান সম্ভব নয়। বোমা, গোলা বারুদ, যুদ্ধ ও ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে এ সেবা হতে পারে না। কাজেই সংঘবদ্ধভাবে পৃথিবীতে আজ একমাত্র আহমদীয়া জামাতই সমগ্র বিশ্বের আশীর্বাদ (রহমাতুল্লিল আলামীন)-এর কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত করতে এবং পুণ্যকর্মের বিস্তার

ঘটাতে সদা সচেষ্ট। আর এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। এ চেষ্টা করে যাচ্ছে, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও ইসলামের বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে, পবিত্র কুরআন প্রকাশনার মাধ্যমে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের ভাষায় কুরআন অনুবাদ করে সেগুলো ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে, বিশ্ববাসীকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে, বিশ্ববাসীকে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে আর্ত মানবতার চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে, দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত শিশুদের ও মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার মাধ্যমে, তাদেরকে পুণ্যকর্মের সঠিক জ্ঞান দান করার মাধ্যমে আর সবচেয়ে বড় কথা— মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সমর্পিত বান্দা বানানোর মাধ্যমেও এ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কাজেই, আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য কোন সাধারণ উদ্দেশ্য নয়। যুগ ইমামের সঙ্গে আমরা যে অঙ্গীকার করেছি তা কোন সাধারণ অঙ্গীকার নয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটিকেই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করতে হবে, যে বিষয়ে আমি শুরুতে কিছুটা ব্যাখ্যা করেছি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সেই পথ অবলম্বন করতে হবে যে পথ মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিয়ে যায়। শয়তান যেভাবে বলেছে, এসব পথেও শয়তানের মুখোমুখি হওয়ার আশংকা থাকে, সে পুণ্যকর্ম করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। পুণ্যকর্মের মান উন্নত করার চেষ্টায় বাধ সাধার চেষ্টা করবে কিন্তু মানুষের হৃদয় থেকে উদ্ভূত দোয়া, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ, আমাদের তুমি সহজ-সরল ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাঁদের পথে যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, এই দোয়াই শয়তানের আক্রমন নস্যাৎ করবে। একজন মু'মিন পুণ্যকর্মের উচ্চ মার্গে উপনীত হতে থাকবে এবং সর্বোত্তম উম্মতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে থাকবে। কাজেই এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবার চেষ্টা করতে হবে। সকল প্রকার সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক আমাদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে এবং এ জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনকে যেসব পুণ্যকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে একটি হল, **'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্'** অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা। ইতিপূর্বে আমি যেসব উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছি সেসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক কুরবানী করাও একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ ইসলামের প্রচার-প্রসার ও মানব সেবার জন্য। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস সাক্ষী, বিগত একশ' পঁচিশ বছর যাবৎ জামাতের সদস্যবৃন্দ এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে আসছেন। এসব কুরবানী ও পুণ্যকর্ম আহমদীয়া জামাতের এমন এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যা দেখে অন্যরা হতভম্ব ও বিস্মিত হয়। কেননা, এর পিছনে কোন্ প্রেরণা কাজ করছে— তারা আদৌ এর ধারণা বা জ্ঞান রাখে না। একজন আহমদীর মাঝে এ প্রেরণা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল, সে আল্লাহ্ তা'লার فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ, **'সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর'**-এ নির্দেশকে নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে।

কাজেই পৃথিবীর বুকে বর্তমানে শুধু আহমদীরাই অর্থাৎ আপনারাই আছেন, যারা كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ {(অর্থাৎ, **‘তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।’** (সূরা আলে ইমরান: ১১১)} এর পরিপূরণস্থল হিসেবে আয়াতের فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -এর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন এবং এর উপর পরিচালিত হবার চেষ্টা করছেন। পুণ্যকাজে অভ্যস্ত হওয়া, সৎকাজে প্রতিযোগিতা, জামাত তথা ইসলামের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রাণ, ধন-সম্পদ, সময় ও সম্মানের কুরবানী করে যাচ্ছেন। কোন শত্রু বা কোন শক্তি আহমদীয়া জামাতের এ উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। কোন সরকার বা কোন জাতি আমাদের উন্নতির গতি ততক্ষণ পর্যন্ত মন্থর করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মাঝে فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -এর শিক্ষা জাগরুক থাকবে। মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে মেনে আমরা ইসলামের পুনর্জাগরণের অংশ হওয়ার যে অঙ্গীকার করেছি এই অঙ্গীকার আমাদের পুণ্যকর্মের অগ্রগতিকে কখনোই মন্থর হতে দিবে না, ইনশাআল্লাহ্। পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হওয়ার আগ্রহ ও আত্মত্যাগের প্রেরণা দেখে অনেক সময় আমরাও আশ্চর্য হই, আর আমি নিজেও বিস্মিত হই এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা’লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও তাঁর জামাতকে আশ্চর্যজনক ত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং উন্নত পুণ্যকর্মে অভ্যস্ত আর অবিচলতার সাথে সৎকর্মে প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠাবান মানুষ দান করেছেন! যারা ক্রমাগতভাবে এসব কুরবানী করে যাচ্ছেন এবং যারা فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -এর মর্ম অনুধাবন করেছেন। فَاسْتَبِقُوا শব্দের অর্থ, ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যেতে থাকা। (লিসানুল আরব)

استباق অর্থ বিরামহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকা এবং এজন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা জারী রাখা। এ হল এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। জামাতের সদস্যদের মাঝে এ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন পুণ্যকর্মের আদলে পরিলক্ষিত হয়। এসব পুণ্যের মধ্যে একটি হল, আর্থিক কুরবানী। আল্লাহ্ তালা’র অপার কৃপায় জামাতের সদস্যবৃন্দ এ উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। এদের মধ্যে নবাগতরাও আছেন এবং পুরোনরাও আছেন, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং তুলনামূলকভাবে ধনীরাও আছেন। আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে যাকেই বুঝানো হয়—সে-ই পুণ্যকর্মে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। শুধু বুঝানোর লোকের অভাব। যেমনটি আমি বলেছি, জামাতের অধিকাংশ সদস্যই স্বল্প আয়ের মানুষ— তাই আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই বেশি, যারা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিয়ে থাকেন। নিঃসন্দেহে কোন কোন স্বচ্ছল মানুষও অনেক বড় অংকের কুরবানী করে থাকেন। তবে, তারা স্বল্প আয়ের সদস্যদের কুরবানীর মান এবং কুরবানীকারীর সংখ্যার দিক থেকে তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে পাশ্চাত্যে বসবাসকারী আহমদীদের আল্লাহ্ তা’লা অনেক দিয়েছেন। বলা যেতে পারে, আল্লাহ্ তা’লা আহমদীদের একটি বড় শ্রেণীকে নিজ কৃপায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন। তাদেরকে অনেক কিছু দান করেছেন। কাজেই, তাদের কেবল নিজেদের বর্তমান কুরবানীকেই যথেষ্ট জ্ঞান করা উচিত নয় অথবা নিজেদের কুরবানীর অংক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই যথেষ্ট নয়। গত এক বছরে তারা কত কুরবানী করেছেন তার উপর দৃষ্টি রাখলেই হবে না বরং পরের বছর তা বৃদ্ধি পেয়েছে কী-না? যদি অংকের পরিমাণ বৃদ্ধি না পেয়ে থাকে তাহলে তাদের চিন্তা করা উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, (সৎকাজে) প্রতিযোগিতার বিষয়টি সাধারণত আহমদীরা বুঝে এবং তারা এক্ষেত্রে

এগিয়ে যেতে চেষ্টাও করে। জামাতের বিভিন্ন আবশ্যকীয় চাঁদা ছাড়াও অন্যান্য চাঁদার জন্যেও আহ্বান করা হয়। এর জন্য জামাত কুরবানী করে থাকে। কতক তাহরীক করা হয় কোন দেশের স্থানীয় জামাতের চাহিদা পুরণের জন্য, কতক তাহরীক জাতীয় কোন প্রজেক্টের কাজের জন্য করা হয়। অনেক দেশে কেন্দ্রীয় অর্থায়নে মসজিদ নির্মাণ অথবা অন্য কোন প্রজেক্ট-এর কাজ চলছে। কেবলমাত্র লাজেমী চাঁদা থেকে এ প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয় বলে জামাতের সদস্যবৃন্দ অনেক ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন অর্থাৎ, জামাতের অধিকাংশ সদস্য এসব খাতে অর্থ প্রদান করেন।

এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিচ্ছি, ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ এর চাঁদার সাকল্য অর্থই কেন্দ্রের প্রাপ্য। এ থেকে স্থানীয় বা দেশীয় কোন খাতে খরচ করা যায় না। এ খাতের চাঁদা যদিও কোনো কোনো দরিদ্র দেশে গচ্ছিত রাখা হয় কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত তারা নিজেরা নিতে পারে না বরং কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষে সেই খাত থেকে খরচ করা হয়ে থাকে। অনেক সময় ধনী দেশের সদস্যদের মনে এ ধারণার উদ্রেক হয়, এ চাঁদা যেহেতু কেন্দ্রের এবং এ অর্থ আমাদের জন্য খরচও করা হয় না তাই আমরা কেন এত গুরুত্ব সহকারে এতে অংশগ্রহণ করবো? তারা বলে, আমাদের নিজস্ব প্রজেক্ট রয়েছে, তাই প্রথমে আমরা আমাদের স্থানীয় ও দেশীয় বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করব (পরে এদিকে দৃষ্টি দিব)। প্রথম কথা হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যেহেতু আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাই এমন প্রশ্নের উদয় হওয়াই সঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রেরও অনেক ব্যয় রয়েছে, দরিদ্র দেশ সমূহে অনেক প্রজেক্ট চলমান রয়েছে, যার মধ্যে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ অন্তর্ভূক্ত; এর মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত প্রভৃতিও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এমনকি ইউরোপের এমন কতক দেশও এর গন্ডিভূক্ত যেখানে জামাতের সদস্য সংখ্যা কম। এসব দেশে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রজেক্টে খরচ করা হয়ে থাকে। তেমনিভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যও কেন্দ্র শিক্ষাভাতা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন জামাত থেকে কেন্দ্রে পাঠানো অর্থের দ্বারাই এসব খরচ নির্বাহ করা হয়। فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ- এর মূল কথাই এটি যে, নিজেদের গরীব ভাইদের অর্থাৎ দুর্বল জামাতগুলোকে সাথে নিয়ে চল। আর এভাবে আমরা আমাদের দুর্বল ভাইদের সাথে নিয়ে চলতে চেষ্টা করে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সফলকাম হতে পারি। আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ অর্থাৎ, **'তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের একত্রিত করে নিয়ে আসবেন'**। তোমরা সমবেতভাবে সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতে থাকলে এবং পরস্পর প্রতিযোগিতার চেতনাকে সমুন্নত রাখলে সফলকাম হবে। আর যারা আলস্য দেখাবে, এড়িয়ে চলবে অথবা এ প্রশ্ন উত্থাপন করবে যে, আমরা কেন অন্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করব, তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। এ রকম প্রশ্ন এক দু'জন করলেও এটি ঐ চেতনা পরিপন্থী যা একজন আহমদীকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা রাখেন।

আমি কেন্দ্রীয় ব্যয়ের কথা বলেছি, এসব খরচের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যেন আপনারা জানতে পারেন যে, পৃথিবীর সকল জামাতই কিন্তু স্বাবলম্বী নয় বরং অনেক জামাতকে সেসব দেশে গচ্ছিত কেন্দ্রীয় তহবীল হতে বিভিন্ন ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রান্ট হিসেবে প্রদান করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আটষট্টিটি দেশ এমন আছে যারা স্বাবলম্বী নয়, যার মধ্যে আফ্রিকার সাতাশটি,

ইউরোপের আঠারোটি, এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের পনেরটি, দক্ষিণ আমেরিকার ছয়টি এবং উত্তর আমেরিকার দু'টি দেশ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আর এ বছর একটি বড় অংক এসব দেশে মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণের পিছনে খরচ করা হয়েছে। এছাড়াও ক্লিনিক, স্কুল, রেডিও, টিভি অনুষ্ঠানে-ই প্রায় তিন মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হবে। নিয়মিত খরচের বাইরেও কোনো কোনো স্থানে বড় বড় নির্মাণ কাজ চলছে। আমাদের মিশনারীদের পিছনেও ব্যয় হচ্ছে, আফ্রিকার ৩৫টি দেশে ১৭৮-জন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এবং ১০৭৮-জন স্থানীয় মুয়াল্লিম কর্মরত রয়েছেন। এদের পিছনে খরচের সিংহভাগ কেন্দ্র নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া ৪১টি দেশে কেন্দ্র হতে গ্রান্ট প্রেরণ করা হয়। এসব দেশেও আমাদের মুবাল্লেগের সংখ্যা ২৪৩জন এবং স্থানীয় মুয়াল্লিমের সংখ্যা ৯২৮-জন। অনেক মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। আয়ারল্যান্ডে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। যদিও আয়ারল্যান্ড জামাত খরচের অনেক বড় একটি অংশ নিজেরাই বহন করছে কিন্তু তারপরও কিছু টাকা অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক টাকা কেন্দ্রকেও দিতে হয়েছে। স্পেনের ভ্যালেনসিয়াতে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। এর পিছনে ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই কেন্দ্র বহন করছে। উগান্ডার কাম্পালায় মসজিদ সম্প্রসারণের কাজ চলছে, এরও প্রায় পুরো ব্যয় কেন্দ্র বহন করছে। আইভরীকোস্টে কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। আফ্রিকার ১৯টি দেশে ৯৯টি মসজিদ এবং ৪৭টি মিশন হাউজ নির্মিত হয়েছে। এর মাঝে প্রায় ৬৫টি মসজিদের ব্যয় কেন্দ্র বহন করেছে। অনুরূপভাবে মিশন হাউজেরও ব্যয় বহন করেছে। আরও অনেক দেশ রয়েছে যেখানে ২৬টি মসজিদ এবং ৭০টি মিশন হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর মাঝে বাংলাদেশে ২টি, ইন্ডিয়াতে ৪০টি, ফিলিপাইনে ১টি, নেপালে ৩টি, গুয়েটামালার মার্শাল দ্বীপ প্রভৃতিতে কেন্দ্র ব্যয় নির্বাহ করেছে। এরপর ৪৫০০ মেধাবী ছাত্রকে জামাত কয়েক লক্ষ পাউন্ড বৃত্তি বা করযে হাসানা হিসেবে দিয়েছে। এদের মাঝে ৩৫০জন এমন ছাত্র রয়েছে যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করছে অর্থাৎ এম,এস,সি বা পি,এইচ,ডি করছে, জামাত এসব শিক্ষার্থীর পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করছে। এছাড়াও আফ্রিকাতে পানি, বিদ্যুৎ, রেডিও স্টেশন প্রভৃতি প্রজেক্টের ব্যয়ভারও কেন্দ্রীয় গ্র্যান্ট থেকেই বহন করা হয়।

এসব কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল, জামাতের উন্নতি। বিশ্বকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এ কাজ করা হচ্ছে। এ সকল কাজ মানবতার সেবার জন্য করা হয়। যারা এসব কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারছেন না তারা চাঁদার মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণ করছেন। আর এভাবে তারা সেসব লোকের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন, যারা এ ক্ষেত্রে অবদান রেখে আল্লাহ্ তা'লার কাছে পুরস্কারের ভাগী হচ্ছেন। আফ্রিকান দেশসমূহ্ সম্পর্কে এমন ধারণা করবেন না যে, তারা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের উপরই নির্ভরশীল; নিজেরা কিছুই করে না। যেমনটি আমি বলেছি, অনেক প্রজেক্টের ব্যয়ভার তারা নিজেরাও বহন করেছে। এ প্রসঙ্গে আমি তাদের কুরবানীর কতক ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

ঘানার আপার ওয়েস্ট অঞ্চলের একজন মহিলা নাম ফাতেমা দাউদ সাহেবা। তিনি স্বয়ং জমি ক্রয় করে এতে মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করিয়ে দেন, যাতে অনায়াসে তিনশ' মুসল্লী নামায পড়তে পারেন। আক্রা শহরের নিকটে লামনারাহ্ গ্রামে অনেকেই বয়আত করেছেন। সেখানেও জামাতের সদস্যরা নিজ উদ্যোগে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। বরং বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জামাতের জন্য তারা ছয়টি মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেছে এবং ইতোমধ্যে চারটি মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে আর দু'টি

নির্মাণাধীন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাদেকা সাহেবা নামের একজন মহিলা একাই একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছেন। এই মসজিদে ১৫০জন মুসল্লী নামায পড়তে পারেন। এই মহিলা পূর্বে আক্রা শহরেও একটি মসজিদ বানিয়েছেন। ঘানার মুবাল্লেগ আহমদ জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব লিখেন, সেন্টার রিজিওন আকোটসিতেও বড় একটি মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আর আমাদের কাকুজান নামে হাই কোর্টের একজন জজ সাহেব এর অর্ধেক খরচ দিয়েছেন।

জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব বর্তমানে অসুস্থ আছেন এবং ডাক্তার তার সঠিক রোগ-নির্ণয় করতে পারছে না। তার জন্যও দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব মরক্কো সফরে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেন, আমি সেখানকার নতুন বয়াতকারীদের নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রেরণায় সমৃদ্ধ পেয়েছি। খিলাফতের প্রতি তাদের অগাধ ভালবাসা রয়েছে। তাদেরকে আর্থিক কুরবানীর কথা বলা হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি পড়ে শুনানো হয়। তিনি বলেন, এর কিছুদিন পর এক বন্ধু প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে এসে একটি বড় অংক দেয় এবং বলে, যেদিন বয়আত করেছি সেদিন থেকে হিসেব করে এ হল আমার পুরো চাঁদা। কেননা, আমি পূর্বে চাঁদা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা এবং যুগ খলীফার উপদেশাবলী শুনি নি। এখন যেহেতু জেনেছি তাই আর পিছিয়ে থাকতে পারি না।

নাইজার থেকে আসগর আলী সাহেব লিখেন, তবলীগের উদ্দেশে অধম ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে গিদাব্রাও গ্রামে পৌঁছে। মাগরিবের নামাযের পর তবলীগ করা হয় এবং ইশার নামাযের পর আমার (হুযূরের) বিভিন্ন সফরের ধারণকৃত ভিডিও চিত্র দেখান হয় যাতে জলসা, মসজিদ সংক্রান্ত ক্লিপিং এবং তবলীগি কার্যক্রম সংক্রান্ত ফুটেজও অন্তর্ভূক্ত ছিল। অনুরূপভাবে ইমাম মাহদীর আগমন সর্ম্পকে বলা হয়, বায়তুল মালের ব্যবস্থা সর্ম্পকে অবহিত করি। এসব কথার মাধ্যমে ভিডিও শেষ হয়। তখন একজন ইমাম উঠে দাঁড়ান এবং উপস্থিত 'হাওসা গোত্রের' লোকদের সাথে নিয়ে মসজিদের বাইরে চলে যান। আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরই তিনি ফিরে এসে বলেন, আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে, ইমাম মাহদী এসে গেছেন আর বায়তুল মালের ব্যবস্থাপনাও প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি তাদের সবাইকে বাইরে নিয়ে যাই একথা বুঝানোর জন্য যে, আমাদের এই ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়া উচিত আর অগ্রণী ভূমিকা রাখা উচিত। অতএব, তারা তাৎক্ষণিকভাবে টাকা সংগ্রহ করে আমাদের মুবাল্লেগের হাতে দেন আর সেইসাথে বয়আত ফরমও পূরণ করেন।

উগান্ডার আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, গত বছর ১৮ই সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল আমেলা আর জামাতের কিছু গণ্যমান্য লোকের সমন্বয়ে একটি মিটিং আহ্বান করা হয়। আর 'সীতাল্যান্ড'এর উন্নয়নের জন্য তিন বছর মেয়াদী কর্মসূচী তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, যাতে এই স্থানটিকে জলসাগাহ্ হিসেবে প্রস্তুত করা যায়। এটি কাম্পালাস্থ জাতীয় প্রধান কার্যালয় থেকে নয় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে জামাতের ১৭ একর জমি রয়েছে। তিনি বলেন, এ মিটিংয়ে জামাতের অনেক সম্পদশালী বন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াদা করেন আর পরিশোধ করতেও আরম্ভ করে দেন। যদিও শিলিং-এর মূল্য কম তবুও তারা নিজেদের সামর্থানুযায়ী স্বল্প সময়ের ভেতর ৮৩ মিলিয়নের অধিক শিলিং একত্রিত করেন, যদ্বারা এই প্রজেক্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে

বলে আশা করা যায়।

কাজেই ধনী দেশগুলোর আহমদীরা মনে করবেন না, এই গরীব দেশগুলো সম্পূর্ণভাবে আপনাদের উপর নির্ভরশীল। বরং তারা সাধ্যানুযায়ী বরং সাধ্যাতীত কুরবানী করে যাচ্ছেন।

যাহোক, আজ আমি আর্থিক ত্যাগ স্বীকার বা আর্থিক কুরবানীর কথা বলছি, কেননা আপনারা জানেন আজ তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করা হবে, আর রীতি অনুযায়ী বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যানও উপস্থাপন করা হবে। এতক্ষণ আমি একজন আহমদীর কুরবানীর মান কেমন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করেছি এখন আমি তাহরীকে জাদীদ সংক্রান্ত কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

৩১শে অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের ৭৮তম বছর সমাপ্ত হয়েছে। আর ১লা নভেম্বর থেকে ৭৯তম বছর শুরু হয়েছে। প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে জামাত এ বছর তাহরীকে জাদীদ খাতে ৭২লক্ষ ১৫ হাজার ৭০০ পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে, (আলহামদুলিল্লাহ্)। আর এটি গত বছরের চেয়ে প্রায় ৫লক্ষ ৮৪ হাজার ৭০০ পাউন্ড বেশি। প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও পাকিস্তান তাদের পূর্বের অবস্থান ধরে রেখেছে। এরপর বহির্বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, দ্বিতীয় জার্মানী, তৃতীয় যুক্তরাজ্য, চতুর্থ কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ ইন্দোনেশিয়া এরপর সপ্তম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত। কৌশলগত কারণে নাম উল্লেখ করছি না। অষ্টম অস্ট্রেলিয়া, নবম সুইজারল্যান্ড তারপর বেলজিয়াম। বেলজিয়াম আর ঘানা সুইজারল্যান্ডের প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে আছে।

শীর্ষ দশ'টি বড় জামাতের মধ্যে মুদ্রা মানের নিরিখে আদায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি হয়েছে আরব দেশের উক্ত জামাতটিতে। এরপর অস্ট্রেলিয়া ও ভারত রয়েছে তারপর পর্যায়ক্রমে জার্মানী, আমেরিকা, বেলজিয়াম, কানাডা, ইংল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া আর এরপর ইউরোপের অন্যান্য জামাতগুলোর মধ্যে ফ্রান্স সর্বাগ্রে রয়েছে। মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকেও মধ্যপ্রাচ্যের ঐ দেশটির অবস্থানই প্রথম। তারা মাথাপিছু ১৫৬ পাউন্ড বরং প্রায় ১৫৭ পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে। আর আমেরিকা মাথাপিছু ১১৮ পাউন্ড দিয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, জাপান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, কানাডা, নরওয়ে, জার্মানী এবং অস্ট্রেলিয়া।

এবছর শুধু অর্থই বৃদ্ধি পায়নি বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণকারী নিষ্ঠাবানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যা হল, এক লক্ষ আশি হাজার। এভাবে তাহরীকে জাদীদের মোট চাঁদা দাতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নয় লক্ষ এগার হাজারে, যা গত বছর ছিল সাত লক্ষ একত্রিশ হাজার।

আফ্রিকার জামাতগুলের মধ্যে মোট চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে ঘানা সর্বাগ্রে রয়েছে। তারপর রয়েছে যথাক্রমে নাইজেরিয়া, মরিশাস, বুরকিনা ফাসো, কেনিয়া, বেনিন, উগান্ডা, তানজানিয়া, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন। এগুলো যেহেতু দরিদ্র দেশ তাই আমি তাদের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করলাম; কুরবানীর প্রতিযোগিতায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা অনেক অগ্রগামী রয়েছে।

আর অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে নাইজেরিয়া শুধু আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যেই নয় বরং বিশ্বের সব দেশের তুলনায় এগিয়ে আছে। এ বছর তারা ৬৪ হাজার ৪১৯ জন নতুন চাঁদা দাতা বৃদ্ধি করেছে। চাঁদা দাতার সংখ্যা এমন অসাধারণ বৃদ্ধির সুবাদে চাঁদা দাতার সংখ্যার দিকে থেকে পাকিস্তানের পর

তারা (সারা বিশ্বে) দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তাদের মোট সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি। এভাবে আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে নাইজার, বেনিন, বুরকিনা ফাসো এবং সিয়েরা লিওনের নাম উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে ঘানার এগিয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত।

প্রথম দফতরের মোট মুজাহিদের সংখ্যা পাঁচ হাজার নয়শ' সাতাশ জন তাদের মাঝে দুইশ' পঁচাশিজন খোদার কৃপায় জীবিত আছেন যারা স্বয়ং নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করছেন। অন্যদের হিসাবও তাদের উত্তরসূরীরা বা অন্য কেউ বহাল রেখেছেন।

মোট চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে যথাক্রমে পাকিস্তানের প্রথম তিনটি জামাত হচ্ছে, লাহোর, রাবওয়াহ্ এবং করাচী। শহুরে জামাতগুলোর ভেতর কুরবানী করার ক্ষেত্রে প্রথম দশটি জামাত হচ্ছে, যথাক্রমে রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, শিয়ালকোট, কোয়েটা, সারগোদা, ফয়সালাবাদ, মিরপুর খাস, নওয়াব শাহ্, পেশওয়ার এবং ভাওয়ালপুর। জেলা পর্যায়ে কুরবানীর ক্ষেত্রে যারা বেশি আর্থিক কুরবানী করেছে যথাক্রমে তারা হল, প্রথম ওমরকোট তারপর শেখুপুরা, গুজরানওয়ালা, বদ্বীন, সাঙ্ঘড়, নারওয়াল, ভাওয়ালনগর, হায়দ্রাবাদ, রহীম ইয়ার খাঁন, মিরপুর আযাদ কাশ্মীর এবং খানেওয়াল।

আমেরিকার আর্থিক কুরবানীকারী প্রথম পাঁচটি জামাত হচ্ছে যথাক্রমে, লস এ্যাঞ্জেলস, ইনল্যান্ড এম্পায়ার, কলম্বাস ওহাইও, সিলিকন ভ্যালী, ডেট্রয়েট এবং হ্যারিস বার্গ। (চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে জার্মানীর শীর্ষ জামাতগুলো হচ্ছে যথাক্রমে, কোলন, রোয়েডেমার্ক, নয়েস, কোবলেঞ্জ, ফ্লোরয্হাইম, মাহদী আবাদ, ড্রায়েশ, রাওনহাইম দক্ষিণ, ফুলডা এবং ওয়াইন গার্ডেন। দশটি এমারত যা পূর্বে শুধু জামাত ছিল এখন সেখানে আঞ্চলিক এমারত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সংগ্রহের দিক থেকে প্রথম হচ্ছে, হ্যামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, গ্রসগেরাও, ডামস্টাড, উইজবাদেন, ম্যানহাইম, ডিটসনবাখ্, ওফেনবাখ্ এবং রিডস্টাড।

সামগ্রিকভাবে আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের যে দশটি জামাত এগিয়ে আছে সেগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে মসজিদ ফযল, নিউ মল্ডেন, ওয়েষ্ট হিল, উষ্টার পার্ক, বাইতুল ফুতুহ্, রেইঞ্জ পার্ক, মস্ক ওয়েষ্ট, চীম, ম্যানচেষ্টার সাউথ, এবং বার্মিংহাম সেন্ট্রাল। রিজিওনের দিক থেকে প্রথম হচ্ছে, লন্ডন রিজিওন, দ্বিতীয় মিডল্যান্ড রিজিওন এবং তৃতীয় নর্থ ইষ্ট। ছোট জামাত সমূহ যেখানে লোকসংখ্যা একেবারেই কম তাদের মাঝে প্রথম হচ্ছে, স্ক্যানথর্প, দ্বিতীয় ব্রমলে, এরপর লুইশ্যাম, বোর্ন মাউথ, লেমিংটন স্পা এবং অক্সফোর্ট।

আদায়ের দিক থেকে কানাডার উল্লেখযোগ্য জামাত গুলো হচ্ছে, ক্যালগরী, এ্যাডমন্টন, পিস ভিলেজ ইষ্ট, সারে ইষ্ট, পিস ভিলেজ সেন্ট্রাল, উডব্রীজ ব্র্যাম্পটন, ফ্লাওয়ার টাউন, মিসিসাগা ওয়েষ্ট, ভন নর্থ, ম্যাপল, মনট্রিল ইষ্ট।

ভারতের প্রথম দশটি প্রদেশ হচ্ছে কেরালা, তামিল নাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ। আর্থিক ত্যাগ বা কুরবানীতে অগ্রগামী প্রথম দশটি জামাতের মাঝে প্রথম হচ্ছে, তামিল নাড়ুর কোয়েমবাটুর, এরপর যথাক্রমে কেরালার-কেরুলাই, কেরালার-কালিকাট, অন্ধ্রপ্রদেশের-হায়দ্রাবাদ এরপর পঞ্চম কাদিয়ান, ষষ্ঠ কেরালার-কান্নুর টাউন, কলকাতার—পিঙ্গাডি, কেরালার-মাথুটম, চেন্নাই এবং তামিল নাড়ু।

এবার তাহরীক জাদীদ সম্পর্কে বিভিন্ন জামাতের প্রেরিত কিছু ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আমি চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বলেছিলাম। ঘানায় চাঁদা দাতার সংখ্যা কমপক্ষে এক লক্ষ হওয়া উচিত ছিল। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নি কারণ, সঠিকভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয় নি। যদি আপনারা সঠিকভাবে দৃষ্টি দিতেন তাহলে সে সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেত।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, ফারাফিনী অঞ্চলের মিশনারী বলেন, একদিন একজন বৃদ্ধা মহিলা মিশন হাউজে এসে আমাদের মুবাল্লেগ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, ফারাফিনী এলাকায় তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সবচেয়ে বেশী কে প্রদান করেন? তাকে বলা হয়, এই এলাকায় আমাদের একজন বন্ধু সাম্বু জাঙ্গ সাহেব সবচেয়ে বেশি চাঁদা প্রদান করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, কত টাকা দেন? তাকে বলা হয় পঞ্চাশ হাজার ডালাসী প্রদান করেন। ইতিপূর্বে এ মহিলা পনেরশ' ডালাসী চাঁদা দিতেন। তিনি বলেন, যদিও আমার এত টাকা চাঁদা দেয়ার সামর্থ নেই কিন্তু তাসত্ত্বেও আমি তার সাথে প্রতিযোগিতা করব এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার তুলনায় বেশি চাঁদা দিব।

স্পেনের আমীর সাহেব লিখেন, ওফাউর রহমান সাহেবা নামক একজন নবদীক্ষিতা আহমদী, তিনি গত বছর আমার তাহরীকে জাদীদের খুতবা শুনে পাঁচশ' ইউরো দেয়ার ওয়াদা করেন এবং তা প্রদানও করেন। তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদানের সময় তাঁকে অন্যান্য চাঁদার কথাও সবিস্তারে জানানো হয় এবং বলা হয়, যেহেতু আপনি নবদীক্ষিতা আহমদী তাই আপনার জন্য কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। যতটুকু দিতে চান দিতে পারেন। কিন্তু, তিনি সেদিন থেকেই চাঁদা আম, জলসা সালানা এবং অন্যান্য চাঁদা নির্ধারিত হারে প্রদান করা আরম্ভ করেন ।

সুইজারল্যান্ড থেকে মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, নিউ শাট্‌ল জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তবলীগ বলেন, আমাদের এক বন্ধু সুইজারল্যান্ডে আসেন এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেন, কয়েক দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিভাগ তার আবেদন বাতিল করে দেয়। সে সময় তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা হয়। তার নিকট ব্যাংকে সর্বমোট একহাজার ফ্রাঙ্ক পরিমাণ অর্থ ছিল যা তিনি উকিল এবং অন্যান্য কাজের জন্য রেখেছিলেন। কিন্তু তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা শোনার পর সমস্ত টাকা আল্লাহ্ তা'লার উপর ভরসা করে চাঁদা দিয়ে দেন আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, সর্বোত্তম অভিভাবক তো তুমিই, তুমিই তো আমাদের অগোছালো কাজ গুছিয়ে থাক। চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করেছেন আর কেবল অদৃশ্য থেকে সাহায্যই করেন নি বরং তার রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য করা আবেদনও গৃহীত হয় এবং তিনি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। আর এ কাজে কোন উকিল বা অন্যকিছুর প্রয়োজন পড়ে নি।

কিরগিজিস্তান থেকে আমাদের মুবাল্লেগ লিখেন, একজন কিরগিজ বন্ধুর নাম 'জো মারট' সাহেব, ২০০৬ সালে তিনি বয়আত করেন। অত্যন্ত নেকস্বভাবসম্পন্ন যুবক, বয়আতের অনতিপরে আমাদের মুবাল্লেগ চাঁদার ব্যাপারে বুঝানোর জন্য রসিকতার ছলে বলেন, অন্যরা নিজেদের দলভূক্ত করার জন্য টাকা দেয় কিন্তু যারা আমাদের জামাভূক্ত হয় আমরা তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকি। তখন তিনি বলেন, আমি মাসে তিনশ' কিরগিজ মুদ্রা চাঁদা হিসেবে প্রদান করব। কয়েক মাস পর বাড়িয়ে তিনি তা চারশ' করে দেন, এর

কিছুকাল পরে আটশ', এর কিছুদিন পর কারো মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ না হয়ে স্বয়ং এক হাজার স্থানীয় মুদ্রা হিসেবে প্রতি মাসে চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা লেখানোর মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই তিনি বয়আত করেছেন। তিনি তখনই এক হাজার 'সিম' ওয়াদা করেন। এ অর্থ তার আর্থিক অবস্থার নিরিখে অনেক বেশি ছিল। তাকে বোঝানো হয় যে, এখন অল্প দিলেও চলবে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বাড়াতে পারবেন। অনেক যুক্তি-পাল্টা যুক্তির পর তিনি কিছুটা কমান।

আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, এক নবদম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় যে, সন্তান হলে তারা তাদের সন্তানদেরকে ওয়াক্‌ফ করবেন। তারা তাদের সন্তানের নামও পছন্দ করে রাখেন কিন্তু মহিলার সন্তান হওয়ার কোন লক্ষণ ছিল না, কয়েক দিন পর তারা তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে দুই সন্তানের নামে চাঁদার রশিদ কাটান। দু'টি নামের মধ্যে একটি মেয়ের এবং অপরটি ছিল ছেলের নাম। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের এ কুরবানীর প্রতিদান যেভাবে দিয়েছেন তা হল, কয়েক সপ্তাহ পর তারা জানতে পারেন যে, মহিলা অন্তঃসত্ত্বা এবং জমজ সন্তানের মা হতে যাচ্ছেন। খোদা তা'লা তাদেরকে জমজ সন্তান দান করেন। স্বামী-স্ত্রী নিশ্চিত, আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের যে জমজ সন্তান দান করেছেন এর কারণ হল, তারা দু'সন্তানের নামে চাঁদা দিয়েছেন।

ভারত থেকে একটি রিপোর্ট এসেছে, সেখানকার কোয়েমবাটুর জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সাধ্যাতীত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে আল্লাহ্‌ তা'লা নিজ সন্নিধান থেকে আমাকে দু'টি ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য দেখিয়েছেন। আমি আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে অঙ্গীকার পালনের জন্য লাগাতার দোয়ায় রত ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার দোকানে আসে আর আমার কাছে যেসব সামগ্রী ছিল তা তিনি এর বাজার দরের চেয়ে অনেক বেশি মুল্য দিয়ে কিনে নেন। ফলে সে মুহূর্তেই আমার অঙ্গীকার রক্ষার সুযোগ হয়। তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে আমাদের এলাকার গুদামে হঠাৎ আগুন লেগে যায় যেখানে খাকসারের মালপত্রও রাখা ছিল। অধম দোয়া করতে করতে সেখানে পৌঁছে এবং দেখে হতভম্ব হয়ে যায়, যেখানে অন্যান্য বেপারীর মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অথচ আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় আমার মালপত্র সম্পূর্ণভাবে অক্ষত ছিল। আগুন এতই ভয়াবহ ছিল যে, গুদামের লোহার ছাদও গলে গেছে। এ এলাকাটি বিদ্বেষী মুসলমানদের আখড়া ছিল, যারা সর্বদা আমাদের বিরোধিতায় লেগে থাকে কিন্তু এ ঘটনার পর তারা সবাই আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন আরম্ভ করে। এটি কেবলমাত্র চাঁদা দেয়ার কল্যাণে হয়েছে। আমি যখনই এ ঘটনা স্মরণ করি তখন আমার হৃদয় খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়।

এরপর তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর আহসান বশীর উদ্দীন সাহেব লিখেন, তিনি লাকশাদীর কাওয়ারতী জামাতে পৌঁছেন। সেখানকার আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি তরবিয়তী সভায় অধম তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং এর আশিস সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তৃতা করি। জলসার পর উপস্থিত বন্ধুরা তাদের ওয়াদা বাড়িয়ে লেখান। সভায় পর্দার আড়ালে মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেন, দ্বিতীয় দিন সেখান থেকে অন্য এক শহরে গেলে আমীর সাহেবের প্রতিনিধি ফোনের মাধ্যমে জানান, এক আহমদী মহিলা মোহতরামা বিবি সাহেবা অভিযোগ করেছেন যে, পুরুষদের কাছ থেকে তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা নেয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের অর্থাৎ মহিলাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আমি আজ তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার

গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি। আমি যে ওয়াদা লিখিয়েছি তা অপর্যাপ্ত তাই আমার ওয়াদা দ্বিগুণ করে লেখাতে চাই। উল্লিখিত মহিলা অত্যন্ত নেক এবং নিষ্ঠাবতী আহমদী। ছয় বছর পূর্বে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন।

তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ শিহাব সাহেব লিখেন, অন্ধ্রপ্রদেশেস্থ সেকেন্দারাবাদ জামাতের একজন মুখলেস মহিলা তাহরীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানীর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। উল্লিখিত মহিলার স্বামী গত বছর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঋণগ্রস্ত হবার কারণে তার জন্য তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে আবার কিছু দিনের মাথায় তাদের মেয়েরও বিয়ে হবার কথা ছিল। তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারী সাহেব তার স্ত্রী'কে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদানের তাগাদা দিলে উল্লিখিত মহিলা তৎক্ষণাৎ চাঁদা প্রদান করে বলেন, আমার স্বামীর কাছে এর উল্লেখ করবেন না কেননা এ টাকা আমি আমার মেয়ের বিয়ের উপহারাদি থেকে তার অনুমতি সাপেক্ষে প্রদান করেছি। (এমন ত্যাগী লোকদের তৎক্ষণাৎ স্থানীয় জামাতের সাহায্য করা উচিত)।

আহমদীয়া জামাত, কোয়েমবাটুর এর দু'জন নিষ্ঠাবান আহমদী যুবক যৌথভাবে ব্যবসা করেন। তারা লিখেছেন, গত বছর তাহরীকে জাদীদ খাতে আমাদের দু'জনের ওয়াদা ছিল মাথাপিছু দশ হাজার রুপী। এ বছর আমরা দু'জন আমাদের ওয়াদা বাড়িয়ে এক লক্ষ রুপী করে লিখিয়েছি। তারা আমাকেও দোয়ার জন্য লিখেছে, যেন এ ওয়াদা রক্ষার সামর্থ্য লাভ করতে পারে। তারা বলেছে, ব্যবসা চরম মন্দা যাচ্ছিল এজন্য খুবই চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেছেন, এমন এক ব্যবসা হয়েছে যাতে মোট দু'লক্ষ বিশ হাজার রুপী মুনাফা হয়েছে এবং তারা দু'জন তাদের প্রতিশ্রুত অংক সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দিয়েছেন।

রাজস্থানের সুমাড়া সার্কেলের এক যুবতী আহমদী মহিলা মুসমাতু জামিরি বেগম, গ্রামবাসীর ছাগপাল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার কাছে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা চাওয়ার পর তিনি ছাগল চরিয়ে যে পারিশ্রমিক পান এবং যা কিছু তার থলিতে আগে থেকেই ছিল এর পুরোটাই সে সময় তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। আমি পূর্বেই বলেছি, ধনীদের তুলনায় গরীবদের কুরবানীর মান অনেক উন্নত।

এমনিভাবে কোটাহ্ সার্কেলের অন্তর্গত আহমদীয়া জামাত, নামানাহ্র একজন নবাগতা আহমদী মহিলাকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দিতে বললে তিনি তার ১৪ বছর বয়স্কা কন্যাকে বলেন, পঞ্চাশ রুপী দিয়ে দাও। মেয়ে উত্তর দিল, আমার কাছে ১০০ রুপী আছে, আমি পুরোটাই চাঁদা দিব। অতএব, মায়ের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মেয়ে ১০০ রুপীই চাঁদা হিসেবে প্রদান করে। এটিও ভারতের ঘটনা।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ভারতেও আর্থিক কুরবানীর মান ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কেন্দ্র যদিও সেখানে যথেষ্ট খরচ করে তাসত্ত্বেও তারা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব কুরবানীকারীর ধন-সম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দান করুন। সম্পদশালী জামাতগুলো দুর্বল ভাইদের এবং ছোট জামাতগুলোকে সর্বদা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং জামাতের উন্নতির প্রেরণাকে দৃঢ় করতে প্রয়াসী হোন। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জগতময় ছড়িয়ে পড়ুক- আল্লাহ্র কাছে আমি এ দোয়াই করি। আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হলেই জগতে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছাতে সক্ষম হব। আল্লাহ্র কাছে আমাদের দোয়া, মুসলিম উম্মাহ্ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে চিনতে সক্ষম হোক, যেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা

সমগ্র জগতে উড্ডীন থাকে। (আমীন) এর ফলশ্রুতিতেই জগতে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং ভালাবাসার এক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)